পপুলিজমের চোরাবালি

(১) পপুলিজমের পরিচিতি ও প্রপঞ্চ!

ইসলামী শাসনের অবসানের পর থেকেই ইসলামপন্থীদের রাজনৈতিক সচেতনতা নিম্নগামী- এবাস্তবতা উলামা ও চিন্তাবিদগণ চিহ্নিত করেছেন। ঠিক একইভাবে চিহ্নিত করেছে সুবিধাবাদী পপুলিস্ট-সেক্যুলার রাজনীতিবিদ ও এক্টিভিস্টরাও।

অতিসরলতা, উদাসীনতা ও অন্যান্য অনিবার্য জটিলতার প্রভাবস্বরূপ,

ইসলামপন্থীদের কাছে কেবল "ইসলামী শা'আয়ের, পরিভাষার সাথে জড়িত বিষয়"গুলোই প্রাসঙ্গিক সাব্যস্ত হয়। অর্থাৎ, দাড়ি, টুপি, কুরআন, সংবিধান বা বিসমিল্লাহ ইত্যাদি ইস্যুতেই ইসলামপন্থীদের অবস্থান জানা যায়। এটা অপরিহার্য ও অগ্রাধিকারপ্রাপ্য সন্দেহ নেই।

কিন্তু আমরা দেখি,

রাজনৈতিক ইতিহাসের জবরদস্তিমূলক অপব্যাখ্যা, অর্থনৈতিক বৈষম্য, সাধারণ মানুষের উপর নিপীড়ন, শত্রুরাষ্ট্রের (যেমন, ভারত, আমেরিকা) সাথে দীর্ঘমেয়াদী আত্মঘাতি চুক্তি ইত্যাদিসহ বিভিন্ন জাতীয়, আন্তর্জাতিক ইস্যুতে ইসলামপন্থীদের নিরবতা মোটামুটি দৃশ্যমান।

অথচ, বাস্তবতা হচ্ছে,

মানুষের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও জাতীয় সমস্যার সমাধানও তো ইসলামী বিষয়। অন্যথায় শরিয়াহর শাসন, আল ওয়ালা ওয়াল বা'রার মতো বিষয়গুলো এত গুরুত্বপূর্ণ কেন!?

প্রাত্যাহিক ও জাতীয় জীবনের ঘটনাবলী মানুষ ও জাতিকে সরাসরি প্রভাবিত করে। ফলত, সরকারী ও পোষা মিডিয়ার গৎবাঁধা বক্তব্যের বাইরে গিয়ে, জনসাধারণ সঠিক বাস্তবতা ও বিশ্লেষণ জানতে চায়, বুঝতে চায়।

শূণ্যস্থান পূরণে তাই সাধারণ মুসলিমদের আশ্রয়স্থলে পরিণত হয় পপুলিস্ট এক্টিভিস্টগণ; অর্থাৎ, যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ জণগণের আবেগ ও উত্তেজনাকে কেন্দ্র করে ইতিহাস ও রাজনীতির প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ ও ধারাবিবরণী সাজিয়ে উপস্থাপন করেন।

ফলত দেখা যায়, ফরহাদ মজহার, পিনাকী ভট্টাচার্য, মাহমুদুর রহমান বা আসিফ নজরুলদের মতো ডানপন্থী হিসেব্র চিহ্নিত সেক্যুলাররা নিপীড়িত সাধারণ মুসলিম জনতার অন্যতম আশ্রয় হয়ে ওঠে!

পপুলিস্ট চিন্তাধারা হচ্ছে, সংখ্যাগরিষ্ঠের আবেগ-অনুভূতিকে উত্তেজিত না করে, তাদের সমর্থন আদায়কে সামনে রেখে রাজনীতি ও এক্টিভিজম করা। যেখানে মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানে পপুলিস্টরা মুসলমদের স্বার্থ-চাহিদাকে প্রাধাণ্য দেয়, যেখানে হিন্দু বা খ্রিস্টানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানে হিন্দু বা খ্রিস্টানদের প্রাধান্য দেত।

ব্রিটেনের টোরি পার্টি, আমেরিকার রিপাবলিকান পার্টি, ভারতের বিজেপি ইত্যাদি পপুলিস্ট সেক্যুলার ধারার রাজনৈতিক দল।

আমাদের দেশে বিএনপি, জাতীয় পার্টি, গণঅধিকার পরিষদ এবং পিনাকী ভট্টাচার্য, ফরহাদ মাজহার ও বিএনপি-এরশাদপন্থীরা এঘরানার এক্টিভিজম ও রাজনীতিতেই লিপ্ত।

স্রোতের বিপরীতে গিয়ে তারা শাসকগোষ্ঠীর বিরোধিতা করছেন; এটা প্রশংসনীয়, সন্দেহ নেই।

কিন্তু, স্মরণ রাখা প্রয়োজন,

কোনো সুনির্দিষ্ট শাসক দলের পতন তো ইসলামপন্থীদের মূল লক্ষ্য না; ইসলামের মূল উদ্দেশ্য তো সেক্যুলার শাসনব্যবস্থার ক্ষয়করণ ও প্রতিস্থাপন।

কিংবা অন্তত, আপামর জনসাধারণের কাছে ব্রিটিশ শাসনের বাইপ্রোডাক্ট হিসেবে পাওয়া, এই বিষাক্ত চিন্তাধারার অসারতা স্পষ্টকরণ!

এধারার বুদ্ধিজীবি, রাজনীতিবিদ ও এক্টিভিস্টরা জানেন-

ক) ইসলামপন্থীদের ব্যাপক জনমত লাভ ব্যতীত- গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় হোক, সামরিক প্রক্রিয়ায় হোক কিংবা জনআন্দোলনের আকারে হোক; ক্ষমতার পরিবর্তন ও সুসংহতকরণ সম্ভব না।

খ) যে প্রক্রিয়াতেই (গণতান্ত্রিক, সামরিক বা গণআন্দোলন) ক্ষমতার কাঠামোর পুনর্বিন্যাস হোক না কেন; অসংগঠিত, অসচেতন, মধ্যবিত্ত মানসিকতায় আচ্ছন্ন ও বাগাড়ম্বরে অভ্যস্ত নের্তৃত্বের অনুগত ইসলামপন্থীদের পক্ষে ক্ষমতার পরিবর্তনে নিয়ামক ভুমিকা রাখা সম্ভব হলেও, ক্ষমতার কেন্দ্রে যাওয়ার মতো সক্ষমতা তারা রাখে না।

চূড়ান্ত ফলাফল যাবে বিএনপি, সামরিক বাহিনী, ভিপি নুর-রেজা কিবরিয়া গং ইত্যাদির মতো কোনো পশ্চিমাপন্থী, পপুলিস্ট সেক্যুলার গ্রুপের পক্ষেই, যারা ডানপন্থীও বলে চিহ্নিত হয় প্রায়শই।

হ্যা, এনাম অথবা কৌশল হিসেবে আপসকামী ইসলামপন্থীদের কাউকে কাউকে শিল্প, কৃষি, সমাজকল্যাণ বা ধর্ম মন্ত্রণালয়ের আলংকরিক পদ হয়তো দেয়া হবে; কিন্তু সাধারণত উক্ত মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী বা উপমন্ত্রীর কিছু করার সক্ষমতা থাকবে না, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় নিয়োজিত কোনো প্রভাবশালী সেক্যুলার সচিবের প্রভাবে।

কথাগুলো ঘোলাটে বা জটিল লাগলেও; সংক্ষেপে সম্ভাব্য সংকটের বাস্তব চিত্র এমনটাই।

এ দুটি মৌলিক বিষয় জানেন বলেই,

পপুলিস্ট সেক্যুলার বুদ্ধিজীবি, এক্টিভিস্ট ও রাজনীতিবিদগণ ইসলামপন্থীদের আবেগ, অনুভূতি ও আকাঙ্ক্ষাকে এত বেশী গুরুত্ব দেন।

হতে পারে, তারা নিজ ইচ্ছা বা আদর্শের প্রতি আন্তরিক হয়েই তা করেন; তবে তারা যে সেক্যুলার ফ্রেমওয়ার্কের বাইরে গিয়ে কিছু ভাবেন কিংবা ইসলামী শাসনব্যবস্থার আশা/কল্পনা করেন, এমনটা আমরা কখনো দেখিনি, দেখিনা।

অতএব, ইসলামপন্থীদের জন্য উচিৎ হবে না,

ক) প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক বিশ্লেষণ বা ইতিহাসের সঠিক বয়ান জানতে গিয়ে, সেক্যুলারদের আদর্শিক গোলামে পরিণত হওয়া।

খ) হিন্দুত্ববাদ ও উগ্র সেক্যুলারিজমের বিরোধিতা করতে গিয়ে, ইসলামপন্থা বাদ দিয়ে নিজের অজান্তেই পপুলিজমের মোড়কে আবৃত সেক্যুলারিজমকে আঁকড়ে ধরা বা শক্তিশালী করা।

এছাড়াও, ইসলামপন্থীদের মধ্যে অগ্রগামী ও আন্তরিক ভাইদের কর্তব্য হচ্ছে,

প্রয়োজনীয় ও প্রাসঙ্গিক জাতীয়-আন্তর্জাতিক ইতিহাস ও ঘটনাপ্রবাহের বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ জাতির সামনে সামর্থ্য অনুযায়ী তুলে আনা; অন্যথায়, পুনরায় একটি সম্ভাবনাময় ইসলামী প্রজন্মের অপমৃত্যু ঘটবে '৪০ ও '৮০র দশকের ন্যায়।

যেভাবে পপুলিজমের প্রতারণার শিকার হয়ে সে সময়কার ইসলামপন্থীদের উন্মেষ ছিনতাই হয়েছিল জিন্নাহ-জিয়া-এরশাদের মতো অপরচুনিস্ট, সেক্যুলার ক্ষমতালোভীদের হাতে,

যেভাবে হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছিল তাদের দ্বারা প্রবঞ্চিত বা প্রলুব্ধ 'ইসলামী' নেতৃবৃন্দ-

ঠিক একই ঘটনা আবারো মঞ্চস্থ হতে পারে- যদি না ইসলামপন্থীরা যুগের দাবী মেটাতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে সক্ষম হয়!

(২) সুবিধাবাদঃ 'ইসলামপন্থায় সওয়ার হয়ে সেক্যুলার শাসন'!

পপুলিস্ট সেক্যুলারদের চিন্তাধারা হচ্ছে, জাতির সংখ্যাগরিষ্ঠের (অর্থাৎ সরলমনা মুসলিমদের) আবেগ-অনুভূতিকে আশ্রয় করে, তাদের সমর্থন আদায়কে সামনে রেখে রাজনীতি চর্চা ও অনলাইন/অফলাইন এক্টিভিজম।

আমাদের দেশে বিএনপি, এরশাদপন্থীরা ছাড়াও ট্রটস্কিপন্থী ও নিও-লেফটিস্ট বুদ্ধিজীবি, একটিভিস্ট ও রাজনীতিবিদরা এধারার প্রতিনিধিত্ব করে। তন্মধ্যে- ভিপি নুরু, আসম আব্দুর রব, জাফরুল্লাহ, পিনাকী ভট্টাচার্য, ফরহাদ মজহার, আসিফ নজরুল প্রমুখ ব্যাক্তিবর্গ ইসলামপন্থীদের নিকটও ব্যাপক পরচিত।

রাস্ট্র, মিডিয়া ও শিক্ষাব্যবস্থার বৈরী আচরণের ফলে, ইসলামপন্থীদের মাঝে রাজনীতি ও ইতিহাসের সঠিক বক্তব্যের ও প্ল্যাটফর্মের সংকট রয়েছে,

ফলে জনমানুষের মাঝে ইতিহাস, রাজনীতি সম্পর্কে জানার আগ্রহের শূন্যতা পূরণে কেন্দ্রীয় ভুমিকা রাখছে পপুলিস্ট সেক্যুলার রাজনীতিবিদ ও একটিভিস্টরা।

স্বাভাবিকভাবেই মানুষ সমস্যার সমাধান না পেলেও, সমস্যা নিয়ে আলোচনা শুনতে, করতে এবং পরিশেষে সমস্যা চিহ্নিতকারীর প্রস্তাবনা দ্বারা প্রভাবিত হতে ভালোবাসে।

বঞ্চিত, নিপীড়িত মুসলিম সমাজের আবেগকে সহজেই অবচেতনভাবে তাড়িত ও নিয়ন্ত্রিত করতে, এঘরানার রাজনীতিবিদ ও একটিভিস্টগণ শাসক শ্রেণীর অন্যায়-অত্যাচারকে ক্রমাগত সামনে আনতে থাকে।

"Populism ask the right set of questions but does not provide a ready made set o answers."

- Christopher Lash; The True and Only Heaven.

একই কায়দা ব্যাবহার করে ক্রমান্বয়ে ইসলামপন্থী ও সরলমনা মুসলিমদের উপর রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তার করছে ফরহাদ মজহার, পিনাকী ভট্টাচার্য, ভিপি নুরু, ডক্টর জাফরুল্লাহ ও বিএনপিপন্থীদের মত পপুলিস্ট সেক্যুলাররা।

ভুল বোঝার সুযোগ নেই,

শাসকশ্রেণীর অন্যায়ের সমালোচনা জরুরী ও কাম্য, কিন্তু আপত্তি হচ্ছে ন্যায়সংগত কথার অসংগত উদ্দেশ্য নিয়ে।

সেকুল্যার পপুলিস্টরা বিদ্যমান সমস্যাবলীর নানামুখী আলোচনার করলেও সমাধান বা বিকল্পের ক্ষেত্রে ভাসা ভাসা বক্তব্য উপস্থাপন করে থাকে।

ঠিক কিভাবে উপস্থিত স্বৈরশাসনের পতনের পর অবস্থার উন্নতি ঘটবে, তা তাদের বক্তব্যে অনুপস্থিত থাকে!

পপুলিস্ট সেকুল্যার একটিভিস্টদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে,

আপামর মুসলিম জনতাকে শাসকদের অত্যাচারের বয়ানের সাহায্যে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রণ করে নিজ রাজনৈতিক এজেন্ডা বাস্তবায়ন করা।

জনসাধারণকে প্রলুব্ধ করতে তাদের নিয়মিত হাতিয়ার হয়ে থাকে:- ডিসইনফরমেশন ও মিসইনফরমেশন!!

এসকল একটিভিস্ট, রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবিদের মেহনতের ফলাফল শেষ অবধি এই দাঁড়ায় যে, জনসাধারণ ফিরআউনের কবল থেকে নমরূদের খপ্পরে গিয়ে পড়ে।

পরিবর্তনের দুটি ধারাঃ-

ক. গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সুযোগসন্ধানী পপুলিস্ট সেকুল্যাররা কথা ও লেখার জাদুতে মোহগ্রস্ত করে গণহারে সাধারণ, অচেতন মুসলিমদের ভোট বাগিয়ে নেয়। এটা মোটামুটি স্পস্ট তাই এনিয়ে অধিক আলোচনার প্রয়োজন নেই।

কিন্তু,

খ. যদি চেপে বসা সামরিক শাসন বা স্বৈরশাসনের ফলে, ক্ষমতায় আরোহণে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সফলতার সম্ভাবনা না থাকে- সেক্ষেত্রে সেকুল্যাররা জনসাধারণের আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করে গণআন্দোলন, অভ্যুত্থানের পথ বেছে নেয়।

যেমন, '৬৯ এ আইউববিরোধী অভ্যুত্থান, ৭৫ এ খালেদ মোশাররফের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভ্যুত্থান কিংবা ৯০ এর এরশাদবিরোধী অভ্যুত্থান অধিক আলোচিত ও পরিচিত।

ঠিক একইভাবে (হয় ভোটের মাধ্যমে, অথবা অভ্যুত্থান, বিপ্লবের মাধ্যমে) ইতিপূর্বে জিন্নাহ, ভুট্টো, জিয়া বা এরশাদ প্রমুখ সেক্যুলার পপুলিস্টগণ মুসলিম জনতার আবেগকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের সেক্যুলার শাসনের বৈধতা ও গ্রহণযোগ্যতা আদায় করে নিয়েছিল।

উল্লেখ্য যে,

জনসমর্থন আদায়ের মাধ্যমে ভোট আদায়ের সমীকরণ সহজে বোধগম্য হলেও, অভ্যুত্থান ও বিপ্লবের ক্ষেত্রে জনসাধারণকে কাজে লাগিয়ে কিভাবে সেক্যুলাররা ক্ষমতায় আসে খুব একটা সহজবোধ্য নয়। তবে এবিষয়টি সাধারণ মুসলিম ও আন্তরিক ইসলামপন্থীদের জন্য জানা, বোঝা আবশ্যকই বটে!!

সাধারণত সেক্যুলারদের তত্ত্বগুলো খুব একটা সরল না, আবার বাংগালী মুসলিম মানস দীর্ঘ ও জটিল পাঠে সাবলীল না।

যার ফলে,

ভিপি নুরু, বিএনপিপন্থী বা অন্যান্য পপুলিস্ট গণতান্ত্রিক প্রতারকের দল কেন ইসলামপন্থীদের উপর রাজনৈতিক আধিপত্য চায় এটা মোটা দাগে বোঝা গেলেও; বিপ্লব বা অভ্যুত্থানের থিওরিতে বিশ্বাসী সেক্যুলারদের, বিশেষত কমিউনিস্টদের তত্ত্ব বোঝাটা কিছুটা গোলমেলে।

তবে বোঝার স্বার্থে আপাতত আমি এমন দুটি বক্তব্য তুলে ধরছি, যা থেকে আশা করা যায় সাধারণ ধারণা পাওয়া সম্ভব হবেঃ-

১) বাংলাদেশে ৭ই নভেম্বরের বিপ্লবের রূপকার, জাসদের মাস্টারমাইন্ড, কট্টর বাম-তাত্ত্বিক সিরাজুল আলম খান বলেন,

"বাট থিয়োরি স্ট্যান্ডস। ইভেন রিলিজিয়নকে নালিফাই করে তুমি। সাশ্যোলিস্ট টেকওভারে যেতে পারবে না। মানুষের মধ্যে যেটা আছে এবং থাকবে, সেটাকে তুমি তা ইগনোরে করতে পারো না।

যেটা হওয়া উচিত না, সেটা হয়ে গেছে। সেটাকে তুমি অস্বীকার করতে পারো না।"

('প্রতিনায়কঃ সিরাজুল আলম খান', পৃঃ ৪২৩)

অর্থাৎ, ইসলামপন্থার প্রভাব সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে যেহেতু, তাই একে উপেক্ষা করে বিপ্লব (সোশালিস্ট টেকওভার) সম্ভব না। তাই তাদেরকে সাথে না রাখার সুযোগ নেই।

২) ফরহাদ মজহারের বক্তব্য দেখুনঃ-

(বন্ধনী আবৃত বক্তব্য অত্র প্রবন্ধের লেখকের)

"এই মৈত্রীটাকে আমাদের গড়ে তুলতে হবে। এই মৈত্রীর সাথে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ যাদেরকে আমরা ইসলামপন্থী বলে বিদ্বেষী হয়ে যাই, মৌলবাদ বলে যাদেরকে আমাদের থেকে দূরে সরিয়ে দেই, তাদের সাথে আমাদের মৈত্রীর প্রয়োজন আছে।

কারণ তারাও দেখা যাচ্ছে এই পরিবর্তনটা চায়।

... তারই আরেক ভাই মাদ্রাসায় যাইতেসে, কওমি করুক কি আলিয়া করুক। তার সাথে তুমি মৈত্রী চাবে না কেন?

...তয় শিক্ষাটা আমরা যেখান থেকে নিবো সেটা হচ্ছে কি করে একটা দলকে দিয়ে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা এবং সমস্ত কিছু দলের অধীনেই (অর্থাৎ সেক্যুলারদের রাজনৈতিক দল) করতে হবে, দলের লোককে দিয়ে করতে হবে তা না। (অর্থাৎ, দলের বাইরের লোক দিয়েও করতে হবে)

...এবং তাদের কমিটির পরিচালনার অভিমুখটা ঠিক করে দেয়া তাদের আন্দোলনের।

...এবং সহায়তা করা যাতে আগামীতে আমরা একটা গণঅভ্যুত্থান করতে পারি। (অর্থাৎ, বিপ্লব কিভাবে হবে তার অভিমুখ ও ফলাফল নির্ধারণ করবে সেক্যুলারদের দল!)

দ্বিতীয়ত, গণঅভ্যুত্থানের পরে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দাড়া করতে পারি। আপনি তার নাম তত্ত্বাবধায়ক সরকার দিতে পারেন। অসুবিধা নাই।"

মূল আলোচনাঃ ফরহাদ মজহার ।। ফিরে দেখা সোভিয়েত ইউনিয়ন ।। ধারণকৃত।। বোধিচিত্ত

উপরোক্ত আলোচনা বুঝে আসার পর-

এখনের অবস্থা হচ্ছে, আওয়ামী শাসন দীর্ঘায়িত হওয়ায় স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় ক্ষমতার পালাবদল সুদূরপরাহত হওয়ায়, এদেশের বিএনপিপন্থী ও পপুলিস্ট সেক্যুলারদের শেষ আশ্রয় হচ্ছে সেনা অভ্যুত্থান, গণবিপ্লব।

তবে পপুলিস্ট সেক্যুলাররা সাধারণত সেনাবাহিনীর একচেটিয়া শাসন চায় না এবং জনসমর্থনহীন সেনাশাসন শেষ অবধি ব্যার্থ হয়- এই বিবেচনায় তাদের রাজনৈতিক লাইন দাঁড়ায়-

সুনির্দিষ্ট সেক্যুলার গোষ্ঠীর রাজনৈতিক নের্তৃত্বের অধীনে ইসলামপন্থীদের ব্যাপক স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন ও গণআন্দোলন।

কেননা,

ক) যদি সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপের আশায় থাকতে হয়, সেক্ষেত্রেও এধরণের পদক্ষেপের উপযোগী পরিস্থিতি (যেমন, জনগণের রাজপথে স্বতঃস্ফূর্ত অবস্থান বা প্রশাসনিক কাঠামো দুর্বল করে দেয়া ইত্যাদি) প্রয়োজন।

বিএনপি-জামাতের কোমর ভেঙে যাওয়ায়, জনমনে ভারতবিদ্বেষি মনোভাব সৃষ্টি এবং ইসলামপন্থার ব্যাপকতা লাভ করায়- গণ-আন্দোলনে ইসলামপন্থীরাই একমাত্র আশ্রয়।

গ. আর যদি গণবিপ্লব ঘটাতে হয় তবে, কৃষক বা শ্রমিক আন্দোলনের মাধ্যমে এখন যে আর কিছু করা সম্ভব না; তা অসহায়, অজ্ঞ নির্বিশেষে সবাইই একমত সম্ভবত।

এক্ষেত্রে, ইসলামপন্থীদের কাজে লাগিয়ে শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন এবং অতঃপর অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনই হচ্ছে দৃশ্যমান বিকল্প।

এখানে যদি সফলতা আসে তবেঃ-

স্বাভাবিকভাবেই যেহেতু পূর্ব থেকে রাজনৈতিক নের্তৃত্বের আসনে সেক্যুলাররাই ছিল ও থাকবে, তাই ইসলামপন্থীদের শাসনকাঠামোতে নামেমাত্র অংশগ্রহণ বৈ কিছুই থাকবে না।

ফলাফল হবে, এক সেক্যুলারের স্থলে আরেক সেক্যুলারের ক্ষমতায়ন!

তো এই হচ্ছে, পপুলিস্ট সেক্যুলারদের বিষাক্ত উদ্দেশ্য।

বোঝা প্রয়োজন,

কট্টর সেক্যুলাররা যদি ইসলামপন্থীদের বুকে গুলি চালিয়ে, বন্দী করে ক্ষমতায় টিকে থাকতে চায়,তবে এসকল ছদ্মবেশী পপুলিস্ট সেক্যুলাররা চায় ইসলামপন্থীদের ধোঁকায় ফেলে বন্দুকের নলের মুখোমুখি করে, রাস্তার লাশে পরিণত করে ক্ষমতা অর্জন করতে!!

অতঃপর, সুবিধাবাদী সেক্যুলারদের রাজনৈতিক প্রতারণার শিকার হয়ে নিজ জীবন, যৌবন, সম্পদ বিলিয়ে দেয়ার মতো মারাত্মক নির্বুদ্ধিতার কোনোপ্রকার বৈধতা নেই!!

'৪০ আর '৮০'র দশকের ন্যায় আবারো সেক্যুলারদের আহবানে সাড়া দিয়ে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ব্যার্থতার ঘানি টেনে বেড়াতে না চাইলে, অবশ্যই ইসলামপন্থীদের সচেতন হওয়া কাম্য।

পাশাপাশি, সেক্যুলারদের (ডানপন্থী/বামপন্থী) আহুত কোনোপ্রকার রাজনৈতিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হওয়া থেকে বিরত থাকা ও অন্যকে বিরত রাখা জরুরী।

নিঃসন্দেহে কেবলমাত্র আদর্শের ক্ষেত্রে আপসহীন এবং বিশুদ্ধ মানহাজের অনুসারী ইসলামপন্থী নের্তৃত্বের অধীনে পরিচালিত আন্দোলন ও অভ্যুত্থানের ফলাফল ইসলামের পক্ষে যাবা!! ভিন্ন কিছু নয়!!

(৩) মূলধারা: ইসলামপন্থী না সেক্যুলার!?

সেক্যুলার চিন্তাধারা ও কাঠামোর সাথে সংঘর্ষে না জড়িয়ে, যথাসম্ভব 'সম্প্রীতি'/যোগাযোগ ধরে রেখে ইসলামের খেদমতের দাবীদারকে আমরা "মূলধারা"র ইসলামপন্থী হিসেবে চিহ্নিত হতে দেখি।

পশ্চিমে এরা আধুনিক মুসলিম, রিফরমিস্ট/সংস্কারবাদী মুসলিম, মডারেট মুসলিম, সিভিল ডেমোক্রেটিক মুসলিম, লিবারেল মুসলিম ইত্যাদি নামে পরিচিত হলেও- আমাদের এখানে এশ্রেণীটি "মূলধারা" নামেও অভিহিত।

মুভ ফাউন্ডেশনের অধীনে আয়োজিত কর্মশালায় অংশ নিয়ে এঘরানা চরম আলোচিত-সমালোচিত হয়েছিল।

মূলধারার ব্যাপারে এঘরানার জনৈক একটিভিস্ট উনার লেখায় মূলধারার 'ইসলামপন্থী'দের ব্যাপারে মন্তব্য করেছেন-

"সমালাচেনা না থাকলে তাদের দ্বিতীয়-তৃতীয় প্রজন্ম ধার্মিকতা ধরে রাখতে পারবে না। যেমন আবুল হাশিম-আবুল মনসুরের ছেলেরাও বখে গেছে, পরিণত হয়েছে সেকুলারিজমের প্রধান প্রবক্তায়।

ফ্যাসিবাদী সেকুলারিজম আপনাকে পিটাবে, বহুত্ববাদী সেকুলারিজম চোখ আরও দূরে। সে আপনাকে অধিকার দানের বিনিময়ে দ্বিতীয়-তৃতীয় প্রজন্মকে হাতিয়ে নিবে, তাদের টার্গেট বদরুদ্দিন ওমর ও মাহফুজ আনাম উৎপাদন।"

এথেকে যে সকল অনুসিদ্ধান্ত পাওয়া যায়ঃ-

১) মূলধারার উপস্থিত প্রতিভূরা এখনো সেক্যুলার হয়নি। তবে এভাবে চললে তাদের পরের প্রজন্ম সেক্যুলার হয়ে যেতে পারে।

২) মূলধারার প্রবক্তাগণের দৃষ্টান্ত হচ্ছে আবুল মনসুর আহমদ ও আবুল হাশিম।

৩) আবুল মনসুর আহমদ ও আবুল হাশিম ধার্মিকতা কিছু ধরে রাখলেও অর্থাৎ সেক্যুলার না হলেও, তাদের পরের প্রজন্ম তথা মাহফুজ আনাম ও বদরুদ্দিন উমররা সেক্যুলারিজমের ধ্বজাধারীতে পরিণত হয়েছে।

অতঃপর,

বোঝা যাচ্ছে, আবুল হাশিম ও আবুল মনসুর আহমদের পরিচয় জানা গেলেই মূলধারার পরিচয় জানা যাবে, যেহেতু এরাই মূলধারার প্রবক্তা-অনুসারীদের পূর্বসূরী।

আলহামদুলিল্লাহ এটা মূলধারার চিন্তাধারা ও কর্মসূচীর সংজ্ঞায়ন ও বাস্তবতা উপলব্ধির ক্ষেত্রে একটা উপসংহারে পৌঁছানোর সহায়ক হবে আশা করি।

অতএব, লক্ষণীয়

ক. আবুল হাশিম ও আবুল মনসুর আহমদ উভয়েই ছিল সেক্যুলার। কিন্তু তাদের রাজনীতি ও এক্টিভিজমের চিন্তাধারা ছিল কিছুটা ডানপন্থী/কনজার্ভেটিভ ঘরানার।

পপুলিস্ট সেক্যুলার চিন্তাধারা হচ্ছে, সংখ্যাগরিষ্ঠের আবেগ-অনুভূতিকে উত্তেজিত না করে, তাদের সমর্থন আদায়কে সামনে রেখে রাজনীতি ও এক্টিভিজম চর্চা করা।

আমাদের দেশে পিনাকী ভট্টাচার্য, ফরহাদ মাজহার ও বিএনপি-এরশাদপন্থীরা এঘরানার সাধারণ উদাহারণ।

তারা দাবী না করলেও, এটা কখনই সঠিক নয় যে- তারা সেক্যুলার নয়।

-> আবুল হাশিমের ব্যাপারে পাকিস্তানী ইতিহাসবিদ হামযা আলাভি বলেন,

আবুল হাসিম ছিলেন ইসলাম ও সমাজতন্ত্রের এক 'কনফিউজড' মিশ্রন।

Abul Hashim, a man who professed a confused mixture of socialism and Islam, was elected as the partyís secretary.

এছাড়াও, কট্টর সেক্যুলার, বামপন্থী দল জাসদ গঠনের পূর্বে এর নেতাদের আয়োজিত সম্মেলনে ('৭২ এর ছাত্রলীগের ভাঙনের নিয়ামক সম্মেলন) প্রধাণ অতিথির বক্তব্য দিতে আহুত হন আবুল হাশিম!

-> আওয়ামি লীগের এককালের সহসভাপতি আবুল মনসুর আহমদের উইকিপিডিয়া পেজ থেকে পাওয়া যায়,

"আবুল মনসুর আহমদ চল্লিশ, পঞ্চাশ ও ষাটের দশকজুড়ে ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে অবিরাম প্রচারণা চালিয়েছিলেন।"

শেষ জীবনে আবুল মনসুর বিএনপি তে যোগ দেন এবং সংসদ সদস্যও হোন।

খ. সমাজতন্ত্রে মোহাবিষ্ট আবুল হাশিমের ছেলে দেশের অন্যতম র‍্যাডিকেল কমিউনিস্ট হবেন তা বলাই বাহুল্য। তাই বদরুদ্দিন উমর বখে যান নি; বরং তার বাবাই আগে বখে গিয়েছিল, সে আমানত বহন করেছে মাত্র।

৩০ বছর সেক্যুলারিজমের পক্ষে অবিরাম প্রচারণা চালিয়ে যাওয়া আবুল মনসুর আহমদের ছেলে, ডেইলি স্টারের সম্পাদক মাহফুজ আনামও বখে যাননি। তিনিও তার পিতার পদাংক অনুসরণ করেছেন মাত্র!!

গ. মুসলিম লীগ, বিএনপি আর এরশাদের জাতীয় পার্টি করলেই কেউ ধার্মিক বা নন-সেক্যুলার হয়ে যায় না।

উদাহারণত, বিএনপির মহাসচিব মান্নান ভুইয়া ছিল পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক, এরশাদের প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর আহমদ ছিল এদেশের শীর্ষ বাম নেতা।

অতিসরলতা ও অতিসরলীকরণ অসহনীয় বটে!

সারকথাঃ

-> 'মূলধারা' মূলত পপুলিস্ট জাতিয়তাবাদী সেক্যুলার চিন্তাধারার উত্তরসূরী ধারক, বাহক। যে চিন্তাধারার জন্ম হয়েছে মার্ক্সিস্ট লেখক তারিক আলীর ভাষায় "১৯২০ এর দশকে উত্তর প্রদেশের মধ্যবিত্তের বৈঠকখানায়"।

-> মূলধারা শুরু সেক্যুলারিজমের গন্ডিতেই ছিল।

-> শাহবাগী-আওয়ামীরা ফ্যাসিবাদী সেক্যুলার হলে, মূলধারা হচ্ছে ডানপন্থী সেক্যুলার। আর কিছু না। বাহ্যিক বাস্তবতা যা ই হোক, উভয়ের মেহনতের ফলাফল অভিন্ন।

নিয়তের কারণে পরিণতি পাল্টায় না।

-> শাহবাগী সেক্যুলারদের মেহনতের সুবিধাভোগী যদি হয় আওয়ামি-বামরা; তবে মূলধারার মেহনতের সুবিধাভোগী হবে পশ্চিমাপন্থী বিএনপি-জাতীয় পার্টি বা রেজা-কিবরিয়া গং।

(৪) প্রতিবিপ্লবের ফাঁদ!

পিনাকী ভট্টাচার্য।

গণতান্ত্রিক রিপাবলিকের একজন সামনের সারির সক্রিয় সমর্থক ও এক্টিভিস্ট।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে রাজনীতি নিয়ে বেশ সহজবোধ্য ও গোছানো আলোচনা করে থাকেন। এতে সত্য, অর্ধসত্য সবকিছুরই দেখা মেলে।

শাসনতন্ত্রের শক্তিশালী ও তীর্যক সমালোচনার মাধ্যমে ইতিমধ্যেই এদেশের অন্যতম জনপ্রিয় এক্টিভিস্টে পরিণত হয়েছেন তিনি।

সমস্যা চিহ্নিতকরণের পাশাপাশি দিকনির্দেশনা তুলে ধরার মাধ্যমে, তিনি সম্ভবত নিজেকে ফরাসি বিপ্লবের অন্যতম প্রভাবশালী ব্যাক্তিত্ব Jean-Paul Marat বা ইরান বিপ্লবের অনুঘটক খোমেনির অবস্থানেই নিজেকে নিয়ে যেতে চান কি না জানা নেই, তবে-

সম্প্রতি তিনি এক আলোচনায় তিনি জানিয়েছেন, বাংলাদেশে বিপ্লবী পরিস্থিতি উপস্থিত। অতঃপর, এপরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে সমাজ পরিবর্তনের জন্য জনসাধারণকে উৎসাহিত করেছেন।

বিপ্লবের সূত্র ধরিয়ে দিতে গিয়ে তিনি জনতার উদ্দেশ্যে জানিয়েছেন,

'বিপ্লবী রাজনীতির অন্যতম কিংবদন্তি ভ্লাদিমির লেনিনের তত্ত্বানুসারে, দেশে বিপ্লবের পরিস্থিতি অনেকটাই উপস্থিত।'

তিনি বলেন,

"লেনিনের মতে বিপ্লবী পরিস্থিতির পূর্বশর্ত হচ্ছে,

১। শাসক শ্রেনী যখন এমন সংকটে পড়ে, তখন সে আগের মতো করে আর শাসন চালাতে পারেনা।

২। যখন নিপীড়িত শ্রেনীর দুর্দশা অস্বাভাবিকভাবে আরো তীব্র হয়ে ওঠে।

৩। যখন উপরের দুই কারণে সমাজে গনঅসন্তোষের জন্য, জনগন রাজনৈতিক পরিবর্তনে তার ঐতিহাসিক ভুমিকা পালনে তৈরি হয়ে উঠবে।"

তিনি আরো বলেছেন যে,

"প্রথম দুই কারণ এখন উপস্থিত থাকলেও, ৩য় কারণ অনুপস্থিত। এজন্য জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে।"

আসলে এমন বয়ান নিয়ে কেবল পিনাকী ভট্টাচার্য নয়, সেক্যুলার ও সুবিধাবাদী গণতান্ত্রিক (ইসলামি ও সেক্যুলার) অনেক দলই সময় সময়ে জাতির সামনে হাজির হয়। জনপ্রিয় কলামিস্ট ফরহাদ মজহারও এতত্ত্ব প্রচার করে থাকেন।

কে তত্ত্বটি কখন আনেন বা এনেছেন, এরচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে স্বৈরশাসনের কালে এতত্ত্বকে কেন্দ্র করে নানামুখী প্রচেস্টার সম্মুখীন গোটা বিশ্ব, বিশেষত মুসলিমপ্রধাণ দেশগুলো প্রায়ই হয়ে থাকে।

উদাহরণত, '৭১ পরবর্তী সময়ে জাসদ একই রকম বিপ্লবী স্লোগান তুলে কোটি কোটি মানুষকে বিভ্রান্ত করেছিল। একইভাবে নব্বই দশকেও মেনন-রনোর মতো দাগী বামপন্থীরাও একই তত্ত্ব কপচিয়ে আপামর জনসাধারণের মেহনতের ফসল ঘরে তোলার প্রোগ্রাম নিয়ে হাজির হয়েছিল।

নিকট অতীতে তিউনিশিয়া ও মিশরেও আরব বসন্তে ইসলামী বিপ্লবের স্লোগান তুলে মানুষকে একত্রিত করার পর, সেক্যুলার রাজনৈতিকরা শরিয়াহর পরিবর্তে পশ্চিমা আদলে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাই কায়েম করে।

আমাদের জন্য সবচেয়ে মারাত্মক উদাহারণ হচ্ছে,

১৩দফাকে সামনে রেখে বাংলাদেশের উলামায়ে কেরামের ৫ই মে'র মহান আন্দোলন। যে আন্দোলন পরিপক্ক হয়ে ওঠার মুহূর্তে, প্রতিবিপ্লবী জাতিয়তাবাদী, গণতন্ত্রী ও ধর্মনিরপেক্ষ গোষ্ঠীর পাওয়ার স্ট্রাগলের কেন্দ্রে পরিণত হয়। ফলে ধূলিসাৎ হয় একটি অসাধারণ সম্ভাবনা!!

এভাবেই নিকট অতীতে প্রায়ই বিপ্লবের আদলে সুবিধাবাদী প্রতিবিপ্লবের ফাঁদে ফেলে, জনসাধারণের জান, মাল ও মেহনতের ফসল নিজ ঘরে তুলেছে ক্ষমতালোভী বয়ানবাজের দল।

হ্যা! একথা মানতেই হবে, আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে প্রথম দুই উপাদান প্রায়ই উপস্থিত হয়।

কিন্তু, বাকি থাকা শর্তটি কিভাবে পুরণ হবে?

অর্থাৎ, কিভাবে জনগন রাজনৈতিক পরিবর্তনে তার ঐতিহাসিক ভুমিকা পালনে তৈরি হয়ে উঠবে!? এটা কি স্বয়ংক্রিয়ভাবে হয়ে থাকে!?

এক্ষেত্রে লেনিনিস্ট অবস্থান দেখা যাক-

"The revolutionary class cannot "spontaneously" develop towards revolutionary consciousness even under the most revolutionary conditions."

অর্থঃ- "বিপ্লবী শ্রেনী স্বতঃস্ফুর্তভাবে বা নিজে নিজে সবচেয়ে উপযোগী পরিস্থিতিতেও বিপ্লবী চেতনায় উন্নত হতে সক্ষম নয়।"

অর্থাৎ, যদি প্রথম দুই উপাদানকে কেন্দ্র করে জনগণ কখনো একত্রিত হয়ও, তবুও বিপ্লব সম্পাদন সম্ভব না।

তাহলে কে বা কারা কিংবা জনমানুষকে বিপ্লবী চেতনায় ব্যাপকভাবে অনুপ্রাণিত করবে?!

বরং, লেনিনীয় মতানুযায়ী,

"বিশুদ্ধ আদর্শের বিশেষায়িত ও দক্ষ ব্যাক্তিত্বের সমন্বয়ে গঠিত অগ্রগামী বাহিনী ব্যতীত, পরিস্থিতি হাজার বার আসলেও সফলতা সম্ভব না।"

অর্থাৎ, বিপ্লব পরিচালিত হতে হবে সঠিক আদর্শের যোগ্য নের্তৃত্বের অধীনে। লেনিনপন্থী দের মতে এ আদর্শটি হচ্ছে "মার্ক্সবাদ", আর বিপরীতে আমাদের জন্য আদর্শ হচ্ছে ইসলাম।

"The Leninist Concept of the Revolutionary Vanguard Party" প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃতি দেখা যাকঃ-

"By contrast, Lenin, understanding that revolutionary consciousness did not develop "spontaneously" but had to be constantly fought for, set out to build a vanguard party capable of fighting for the revolutionary program and transforming the revolutionary potential of spontaneous militancy into revolutionary consciousness."

অর্থঃ- "বিপরীতে লেনিন বুঝেছিলেন যে, বিপ্লবী সচেতনতা নিজে নিজে গড়ে উঠে না, বরং এর জন্য ধারাবাহিক চেষ্টা চলমান থাকতে হয়। এ উদ্দেশ্যে লেনিন ভ্যানগার্ড বা অগ্রগামী সংগঠন গড়ে তোলেন, যেন বিপ্লব কর্মসূচী সঠিকভাবে পরিচালনা করা যায়। এবং নিজে থেকে প্রস্তুত হয়ে ওঠা বিপ্লবের সম্ভাবনাকে সচেতন বিপ্লবে রূপ দেয়া যায়।"

পিনাকি ভট্টাচার্য, অন্যান্য বামপন্থীরা বা বিপ্লবের আহবানকারীরা লেনিনের এই অবস্থান জানেন না, এমন হওয়া প্রায় অসম্ভবের কাছাকাছি।

মূলতঃ, তিনি বা উনার মতো প্রতিবিপ্লবীরা বলেন কিছু, কিন্তু বলেন না অনেক কিছুই!

লক্ষ্য করা যাক!

লেনিন বিপ্লবী পরিস্থিতির জন্য অন্যতম অপরিহার্য উপাদান আরো কি কি উল্লেখ করেছেনঃ-

ক. সুবিধাবাদ ও সামাজিক-উগ্র স্বাদেশিকতাকে/জাতিয়তাবাদকে সম্পূর্ণভাবে পরাস্থ করে, বিপ্লবীদের অগ্রবাহিনী অর্থাৎ বিপ্লবী আদর্শের সংগঠন, গ্রুপ এবং ধারাসমূহকে আদর্শগতভাবে প্রস্তুত হতে হবে।

খ. বিপ্লবী শ্রেণির অগ্রবাহিনীর/ভ্যানগার্ড সংগঠনের সমর্থনে সমগ্র বিপ্লবী শ্রেণি/ বিপ্লবের সমর্থক শ্রেণী ও ব্যাপক জনগণকে এগিয়ে আসতে হবে।

গ. জনগণকে এই নতুন অবস্থানে টেনে আনার জন্যে ভ্যানগার্ড পার্টির মধ্যে বিপ্লবীদের তত্ত্ববাগিশতা এবং তার ভুলত্রুটিসমূহকে নির্মূল ও দূরীভূত করতে হবে।

ঘ. বিপ্লবের বিরুদ্ধে যে সামাজিক শক্তিসমূহ আছে সেই প্রতিবিপ্লবী শক্তিসমূহের (যেমন, ইসলামপন্থীরা যদি বিপ্লবী শ্রেণী হয় তবে- জামাত, বিএনপি ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক দল, যারা ইসলামপন্থীদের মেহনত ও কুরবানির ফল নিজেদের ঘরে তুলতে চাইবে), নিজেদের মধ্যে এমন দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হবে যার কোনো মীমাংসার পথ থাকবে না এবং যার ফলে তারা নিজেরা দুর্বল হয়ে পড়বে। আমাদের ইসলামপন্থীদের বিশ্লেষণ অনুযায়ী পিনাকি ভট্টাচার্য এই প্রতিবিপ্লবীদের কাতারেই পরেন।

....ইত্যাদি ইত্যাদি।

এবার মূল কথায় আসা যাক,

পিনাকি ভট্টাচার্য বা অন্যান্য প্রতিবিপ্লবীরা মৌলিক যে সকল প্রসঙ্গ জানা জরুরী কিন্তু, উত্থাপন করা এড়িয়ে গেছেন ও যাবেন তা হচ্ছেঃ-

১. বিপ্লবের আদর্শ কি হবে? ইসলাম কায়েম না গণতান্ত্রিক রিপাবলিক কায়েম করা?

২. বিপ্লবীদের অগ্রগামী বাহিনী কারা হবে? সেক্যুলার সিস্টেমের বিরুদ্ধাচরণকারী, আপসহীন, বিশুদ্ধ মানহাজের কোনো ইসলামী গোষ্ঠী; না কি সেক্যুলার, গণতান্ত্রিক কোনো রাজনৈতিক দল?

৩. সেকুলার, গণতান্ত্রিক আদর্শের অনুগামী রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠী কি এদেশে বিপ্লবী শ্রেণী হতে পারে?

না কি এরাই সেই সুবিধাভোগী, প্রতিবিপ্লবীর দল যারা ইসলামপন্থী জনতার ঘাড়ে সওয়ার হয়ে বিপ্লব চায়?

সেক্ষেত্রে, প্রতিবিপ্লবী সেকুলার ও গণতান্ত্রিক দলগুলোর দুর্বল, ভিত্তিহীন ও জনসমর্থনহীন হয়ে পড়াই কি বিপ্লবী পরিস্থিতির দাবী হবে না?

এপ্রশ্নগুলোর উত্তর কি হবে!?

পিনাকি ভট্টাচার্য, ফরহাদ মজহার বা ভিপি নুরুর গণ-অধিকার পরিষদ বা অন্যান্য প্রতিবিপ্লবীদের কাছ থেকে সঠিক উত্তর হাজির হোক বা না হোক, বাস্তবতার দাবী এটাই যে-

বিশুদ্ধ আকিদা ও মানহাজের উপর পরিচালিত সঠিক ইসলামী নের্তৃত্বের অধীনে একত্রিত হওয়া ব্যাতীত, ইসলামপন্থীদের জন্য কোনোপ্রকার বিপ্লবের ফসল ঘরে তোলা সম্ভব নয়!!

তাই বাংলাদেশের মুসলিমদের জন্য,

আমানতদার, সঠিক নের্তৃত্ব এবং ন্যায়সংগত দাবীর উপস্থিতি ব্যাতীত, নিজেদেরকে বারুদের উত্তাপ অনুভব করানোর চিন্তা থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখা উচিৎ।

পিনাকি ভট্টাচার্যের বিপরীতে গিয়ে উলামা, দাঈ, লেখক, এক্টিভিস্টসহ সকল ইসলামপন্থীদের জন্য প্রস্তাবনা থাকবে,

সেকুলার আদর্শ ও শাসনসহ সকল বিধ্বংসী আহবান ও আঘাতকে প্রতিহত করতে থাকতে হবে!

এবং, সঠিক নের্তৃত্ব ও মানহাজের দাওয়াত পেলেই কেবল, ইতমিনান ও ইয়াকিনের সাথে নিজেদের প্রচেষ্টাগুলো একত্রিত করা উচিৎ।